3-9-48

কামিনী পিকচার্স লিমিটেডের প্রথম চিত্রার্ঘ্য

তরুণের স্বপ্ন

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—**অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়**

প্রযোজনা :—**কমল কামিনী এণ্ড সন্স লিঃ**

পৃষ্ঠপোষকতা :—শ্রীমতী কানন দেবী

সঙ্গীত পরিচালনা :—কালীপদ সেন

চিত্রশিল্পী :—সুহৃৎ ঘোষ — সম্পাদক :—কমল গাঙ্গুলী

শব্দযন্ত্রী :—মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক — রসায়নাগারাধ্যক্ষ :—শৈলেন ঘোষাল

শিল্প নির্দ্দেশক :—বীরেন নাগ

গীতকার :—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায় ও তড়িৎকুমার ঘোষ

ব্যবস্থাপক :—বিজয়বন্ধু ঘটক — প্রয়োগশিল্পী :—অনাথবন্ধু ঘটক

স্থিরচিত্র গ্রহণে :—ষ্টীল ফটো সার্ভিসেস

রূপ-সজ্জাকর :—গোস্বামী ও রামু — যন্ত্র-সঙ্গীতে :—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারীগণ :

পরিচালনায় :—বি, বর্দ্ধন, পাহাড়ী ঘটক, অশোক গুপ্ত, চিত্ত মজুমদার।

চিত্রশিল্পে :—অজয় মিত্র, শান্তিময় গুহ, বিজয় দে

শব্দযন্ত্রে :—জগজীত দাস, সনাতন ও রাম — রূপ-সজ্জায় :—দেবী ও গোবর্দ্ধন

ব্যবস্থাপনায় :—কালীপদ চক্রবর্ত্তী ও প্রেমরঞ্জন দাশগুপ্ত

সঙ্গীতে :—শৈলেশ রায় — শিল্পনির্দ্দেশে :—অবিনাশ চক্রবর্ত্তী

আলোক নিয়ন্ত্রণে :—মনোরঞ্জন, তিনকড়ি ও মিঃ বোস

রূপায়ণে :

পাহাড়ী ঘটক, রেণুকা রায়, সমর রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রেবা বসু, সন্তোষ সিংহ, ফণী রায়, শঙ্করী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বলীন সোম, চিত্রা দেবী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, মাষ্টার শম্ভু, বেবী কমলেশ কুমারী, মাষ্টার মিহির, অলক গুপ্ত (এ্যাঃ), মণিকা দেবী, শ্রীহর্ষ, রামেন্দু গুপ্ত, বীণা দত্ত, সুবল, গৌর রায় চৌধুরী, অঞ্জলী সেনগুপ্ত, সুখেন ও আরো অনেকে।

সৌজন্য প্রকাশ :—**জি, সি, পাল এণ্ড সন্স**

ব্যাকট্রো রেমিডিস,

ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে গৃহিত — প্রসেসিং :—**ফিল্ম সার্ভিসেস্**

ডিষ্ট্রীবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস্ :—৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তরুণের স্বপ্ন

— কাহিনী —

গ্রামের নাম পাহাড়তলী। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার সূর্য্যনারায়ণ মুখুজ্যের দুটী সন্তান,—বড় রাজা—ছোট সন্ধ্যা। এ গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এদের সঙ্গে

মেলা মেশার না পায় সুযোগ, না পায় ভরসা। পাশের বাড়ীর সনাতন ঠাকুরের ছেলে অরুণ ছিল শুধু এর ব্যতিক্রম। সন্ধ্যা ও রাজার সঙ্গে তার খুব ভাব। সন্ধ্যার পুতুল খেলার আসরে সে ছিল যেমন তার নিত্য সাথী, মাঠে ফুটবল খেলায় সে ছিল ঠিক তেমনি রাজার সহচর। সুতরাং তার দুরন্তপনায় ছোঁয়াচ রাজা ও সন্ধ্যার গায়ে একটু লাগবে বৈ কি!

পুতুল খেলার আসরে পুতুলের বিয়ে দিতে দিতে একদিন সন্ধ্যা অরুণের গলায় মালা পরিয়ে দেয়।.....অরুণ ভাবে—সন্ধ্যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার এ স্বপ্ন কি তার কোনদিন সফল হবে? প্রশ্ন তার প্রশ্নই থেকে যায়। বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে গলা থেকে মালা আপনিই খসে পড়ে।.....

এর কিছুদিন পরে নষ্টচন্দ্র উপলক্ষে গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়—কে কার গাছ থেকে শশা, কলা বা নারিকেল চুরি করে আনতে পারে! প্রতিযোগিতায় অরুণের দলও পেছনে পড়ে থাকে না। কিন্তু ফল ভাল হ'ল না। নারিকেল নিয়ে রাজা আর অরুণ বাড়ীতে ফিরে এসে জমিদার সূর্য্যনারায়ণের হাতে ধরা পড়ে গেল। পরদিন বিচার—। সনাতন ঠাকুরকে ডেকে জমিদার শাসিয়ে

দিলেন—ফের যদি কোন দিন তোমার ছেলে আমার রাজা আর সন্ধ্যার সাথে মেশে তাহ'লে তোমার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়বো !

সনাতন জবাব না দিয়ে পারে না : জমিদার বাবু আমার ভিটেমাটির উপর আপনার লোভ যে অনেক দিনের, সে আমি জানি। কিন্তু ভিটেমাটি দেবার মালিক যিনি তার দরবারে নিয়ম মত আর্জ্জি পেশ করতে না পারলে আপনার নিজের টুকুও হারাবার সম্ভাবনা রইলো।—সে কথা ভুলবেন না।—সনাতন বেরিয়ে যায়। জমিদার দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারেন না। অরুণের ছোঁয়াচ বাঁচাতে ছেলে মেয়েদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেন তিনি। তারপর গাঁয়ের সুদখোর ক্রুর কুঞ্জুস বৃদ্ধ অম্বু ঘটককে ডেকে বলেন—ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে হোক সনাতনকে জব্দ করতেই হবে অম্বু খুড়ো।

তারপর সুরু হয় সংগ্রামের অধ্যায়। জমিদারের চক্রান্তে এক এক করে সবই হারায় সনাতন—হারায় না শুধু তার মনের বল। যে করে হোক খোকাকে তার মানুষ করে তুলতেই হবে। পিতার মুখ থেকে একলব্যের সাধনার ইতিহাস শোনে অরুণ। তার মনেও এসে দেখা দেয় বড় হবার সাধ। সাধনায়ও সে পিছিয়ে থাকে না। জমি বন্ধক দিয়ে সনাতন যোগায় তার সাধনার খোরাক।

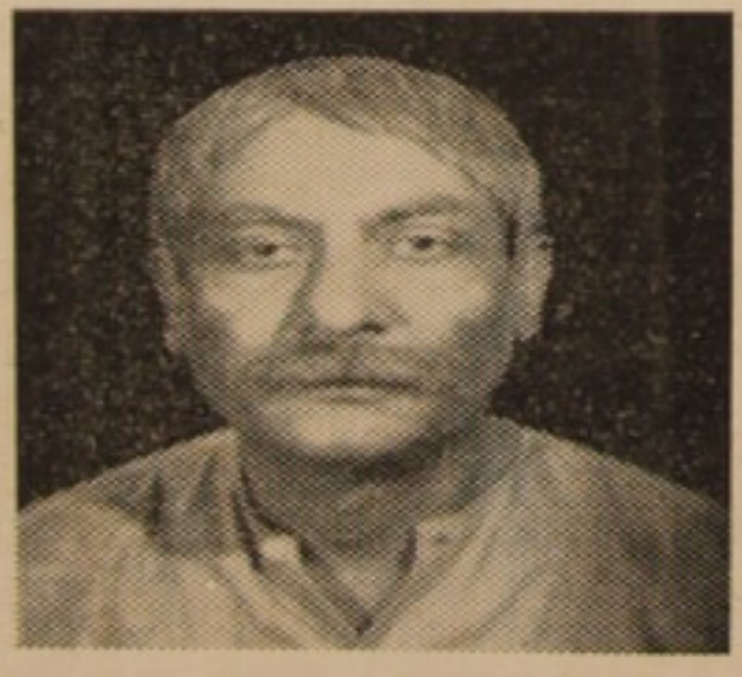

ভৃত্য শঙ্কর উৎসাহ দিয়ে সনাতনকে বলে—'বাবু দেখো আমাদের খোকা একদিন মস্ত বড় হবে—দশ জনের একজন হবে।.....

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে অরুণ কলকাতায় আসে পড়তে। সন্ধ্যা ও রাজার সাথে তার দেখা হয় পথে। সন্ধ্যার অনুরোধ সে এড়াতে পারে না। আবার তাকে আসতে হয় জমিদার বাড়ীতে। যে বাধা তাদের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, সে পথ করে দিয়ে সরে যায়। আবার উভয়ের ভেতরে হয় ঘনিষ্ঠতা। কয়েক বছরের ব্যবধানে অরুণ যেন আজ সন্ধ্যাকে নতুন চোখে দেখে। অতীতের খেলা ঘরের খেলা আজ বুঝি সফল হতে চলেছে! কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে হয় আর এক।

দিন কয়েক পরেই অরুণের বাড়ী থেকে আসে এক টেলিগ্রাম—বাবার খুব অসুখ; দেরী না করেই সে বাড়ী রওনা হয়ে যায়। পিতার মৃত দেহের উপর লুটিয়ে পড়া ছাড়া আর তার কোন গত্যন্তর থাকে না—ভৃত্য শঙ্কর জল ভরা চোখে অরুণের মাথায় হাত রেখে দাঁড়ায়—সান্ত্বনার ভাষাও সে খুঁজে পায় না··· কলকাতায় তখন জমিদার বাড়ীতে সন্ধ্যায় বিয়ের সানাই বাজছে। বিবাহের হোমাগ্নির পবিত্র শিখার সঙ্গে গাঁয়েও জ্বলে ওঠে সনাতনের শ্মশান চিতা।.....

বছর পাঁচ ছয় পরের কথা। জমিদার সূর্য্যনারায়ণ আর বেঁচে নেই—সেই সঙ্গে নেই তাঁর জমিদারীও। অম্বু ঘটকের প্ররোচনায় রাজা (জমিদার পুত্র) আজ পথের ভিখিরী। অরুণ ডাক্তারী পাশ করে পশার জমিয়ে কলকাতায়

বসেছে। আজ আর তার কোন অভাব নেই—আছে শুধু দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে সেবা করার এক উন্মাদনাময় আগ্রহ। রিসার্চের কাজে ডুবেছিল অরুণ। এমন সময় হঠাৎ একখানা চিঠি এসে যেন তাকে আত্মহারা করে দিলে। শঙ্করকে ডেকে সে বললে—শঙ্করদা মানুষের জীবনে জয় যে পরাজয় হ'য়ে এ ভাবে দেখা দেয় এ আমার আগে জানা ছিল না। থাকলে এমন জয় আমি চাইতাম না।

কি সে জয়? কার সে চিঠি? তরুণ অরুণের স্বপ্ন ছিল খুঁজে দেখা—বিয়ে ছাড়া মিলনের আর কোন পথ আছে কিনা? সে পথের সন্ধান কি তার মিললো?

কামিনী পিকচার্স লিমিটেডের

— আগতপ্রায় —

আরও দুইখানি সমাজ চিত্র

"মাতৃস্মৃতি"

রচনা ও পরিচালনা—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

"বড়দাদা"

রচনা ও পরিচালনা—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

গান

জন্মতিথি উৎসবে উদ্বোধনী সঙ্গীত

তরুণীদের গান ঃ—

তরুণ বাংলা তোমায় নমস্কার।
অন্তরে তব জ্বালো দীপানল
ঘুচাও অন্ধকার ॥
মন্দিরে তব জ্বালো জ্বালো ধূপ
পুড়ে যাক সব জঞ্জাল স্তূপ
বন্ধ ঘরের আঁধার ঘুচুক
খোলো খোলো তব দ্বার ॥
ভুলো না তরুণ, স্বপ্ন তোমার—
সুভাষ ছুটিছে সাগরের পার—
খুলিতে আসল বিবেক পাগল
ক্ষুদিরাম দেখ হাসে খল খল
মরণের ভয় নাই ওরে নাই—
তোল তোল তলোয়ার ॥

—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার গান ঃ—

এতো দীপালীর আলো আড়ালেও
রয়যে কৃষ্ণারাতি !
ফুল বাসরের গানের অতলে
হিয়া খানি ওঠে কাঁদি !!
এতো বিলাসের মধুময় কোলাহল
দুটী চোখে মোর আসে শ্রাবণের জল।
কী জানি কে যেন হাত ছানি দিয়ে
ডেকে বলে—"এসো সাথী !!
ওই-তো সবাই হাসিছ মধুর—
মোর কেন মনে হয়···
এতো "হাসি," যেন শত কাঁদনের
আল্পনা ছাড়া নয় ?
(তাই)
ফেলে আসা কোন্ ছায়া ঘেরা বনবীথি
সরল, প্রাণের কত মায়াময় গীতি,
স্বর্ণ গায়ের স্মৃতির বেদনা
"দিবসের" আলো গাঁথি !!

—শ্রীতড়িৎ কুমার ঘোষ

সলিলের গান ঃ—

আমারে আঁকিয়া রেখো
তব-মন-বন তলে।
আমারে গাঁথিয়া রেখো
জয় মালা সাথে গলে—
লুকায়ে ফুলের মাঝে
মালিকার চুপি সাজে—
কোমল হৃদয়ে যদি
সুমধুর ছোঁয়া লাগে,—
ব্যাকুল অধর মম
(যদি) অধরের সুধা মাগে,—
দিও না দিও না বাধা
তুমি হেসে অবহেলে ॥

—অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস্ : ৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দুই আনা।